দৈনিক ইত্তেফাক

44

তারিখ ...02 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৭ ...

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক

বাসস জানায়, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল (সোমবার) 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ-১৯৯০'-এর উদ্বোধন করেন। সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের মত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে সমাজকে সচেতন করিয়া তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯৯০ সালকে 'বালিকা বর্ষ' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। পৌর সভার বাহিরের এলাকার স্কুলগুলিতে (২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়াও তিনি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বৎসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মনসুর আলী সরকার এবং শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদও বক্তব্য রাখেন। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ, মন্ত্রীবর্গ, জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটিকে মানবজাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন বলিয়া অভিহিত করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আজ হইতে সারা বিশ্বের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা শুরু হইল। তিনি বলেন, চার দশক আগে সকলের জন্য শিক্ষাকে মানুষের মৌলিক অধিকার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিশ্বের পাঁচশত কোটি জনগণের মধ্যে একশত কোটি লোক নিরক্ষর রহিয়াছে। তিনি বলেন, ইহার মধ্যে উন্নত দেশগুলিতে নিরক্ষরের সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। বাকি ৯৮ কোটি ৩০ লক্ষ নিরক্ষর লোক রহিয়াছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। তিনি বলেন, উন্নত এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে এই বৈষম্য মানবজাতি বা সমাজের জন্য কল্যাণ বহিয়া আনিতে পারে না। প্রেসিডেন্ট বলেন, সাক্ষরতা এবং উন্নয়নের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র বিদ্যমান। দেশে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে জনগণকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তাঁহার সরকারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, শিক্ষাখাতে বাজেটে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। এ ছাড়া, দুঃস্থ বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য পথকলি ট্রাষ্ট স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ বালক-বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য এই কার্যক্রম ক্রমশঃ গ্রামাঞ্চলেও সম্প্রসারিত করা হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক মহিলা। কিন্তু, শিক্ষিত লোকের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ নহে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নারী শিক্ষার ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করিয়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাহার সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে।

তিনি বলেন, ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণই আমাদের লক্ষ্য। তিনি দৃঢ় আশা ব্যক্ত করিয়া বলেন, চলতি দশকেই দেশ হইতে নিরক্ষতার অভিশাপ দূর করা সম্ভব হইবে। দেশে যাহারা নিরক্ষর তাহাদের বড় একটি অংশ প্রাপ্তবয়স্ক। এইসব মানুষকে সাক্ষর করার দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিককে লইতে হইবে। তিনি বলেন, 'প্রত্যেকেই একজনকে সাক্ষর করার' ব্যবস্থার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করিতে হইবে। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দেশের সকল শিক্ষিত নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে বেতার এবং টিভিকেও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করিতে হইবে। ইসলামী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের প্রথম যে সুরাটি নাজেল হইয়াছে তাহাতে আল্লাহ মহানবীর (সাঃ) উদ্দেশে বলিয়াছেন, 'পাঠ কর। তোমার শ্রষ্টা প্রভুর নামে'। চলতি বছরে থাইল্যাণ্ডে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব সম্মেলনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা দরিদ্র দেশগুলিতে সার্থক সাক্ষরতা অভিযান চালাইবার পথে প্রধান অন্তরায়। সম্পদের অপ্রতুলতা কাটাইয়া উঠিবার লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহকে বাড়তি সম্পদের যোগান দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, বিশ্বের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন নিরক্ষর। দেশে শিক্ষার আলো বিস্তারের ব্যাপারে সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া মন্ত্রী বলেন, আগামী এক দশকের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষতার অভিশাপ দূর করা সম্ভব হইবে।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিশু-শিল্পীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার গুরুত্বের উপর রচিত দুইটি গান পরিবেশন করে।

প্রেসিডেন্টের ঘোষণার অভিনন্দন

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পৌরসভার বাহিরে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষার কথা ঘোষণার জন্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সহ বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান। এক যুক্ত বিবৃতিতে তাহারা প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণাকে 'ঐতিহাসিক এবং যুগান্তকারী' বলিয়া অভিহিত করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেন, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব প্রিন্সিপ্যাল এ,কে,এম, শহীদুল্লাহ, কলেজ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব এবং শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সহ-সভাপতি কাজী ফারুক আহমদ, বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং মহাসচিব যথাক্রমে মহিউদ্দিন আহমদ এবং মোঃ শহীদুর রহমান। বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির সভানেত্রী প্রিন্সিপ্যাল জাহানারা বেগম এবং প্রফেসর একে এম আলী রেজা, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ এবং মহাসচিব আজিজুল হক শাহ এবং জামিয়াতুল মুদাররেসিন এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং মহাসচিব যথাক্রমে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ ও মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম।